গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০২
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনার জন্য টার্মস অব রেফারেন্স (ToR)

১। প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বাস্তবায়িত "পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর-ভাঙ্গা রেলপথ পুনর্বাসন ও নির্মাণ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প।

২। প্রকল্পের ধরণ : বিনিয়োগ প্রকল্প।

৩। অর্থায়ন : জিওবি।

৪। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৫। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৬। প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ফরিদপুর, রাজবাড়ী	ফরিদপুর সদর, নগরকান্দা, ভাঙ্গা ও রাজবাড়ি সদর।

৭। **প্রকল্পের ব্যয়ঃ** (লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	সর্বশেষ সংশোধিত	প্রকৃত ব্যয়
মূল অনুমোদিত	:	২৬৭৪৭.৩৪	৩৪৭৩১.৪৫	৩৩৮৯৯.৮৮

৮। **বাস্তবায়নকালঃ**

মূল অনুমোদিত	:	০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৩
সর্বশেষ সংশোধিত	:	০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৯
প্রকৃত বাস্তবায়নকাল		০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৯

৯। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

পোড়াদহ গোয়ালন্দ রেলওয়ের মেইন লাইন হতে পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর শাখা লাইন নির্মাণ কাজ ১৯৩৬ সালে সমাপ্তির পর সেকশনটি চালু করা হয়। ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত এ লাইনটি চালু থাকে। তহবিল সংকটের কারণে এ সেকশনটি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। তাই সেকশনটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে মালামাল ও যাত্রী পরিবহনের দিকে থেকে যথেষ্ট সম্ভাবনাময় হওয়া সত্ত্বেও এ সেকশনটি বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর-ভাঙ্গা রেলপথ পুনর্বাসন ও নির্মাণের লক্ষ্যে গত ১৭/০৮/২০১০ তারিখে জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ বাস্তবায়ন মেয়াদে ২৬৭৪৭.৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তী সময়ে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর সেকশনে এবং ফরিদপুর সেকশনে এবং ফরিদপুর ভাঙ্গা সেকশনে ট্র্যাক ওয়ার্কসের বিভিন্ন আইটেমের পরিবর্তন ও ব্যয় বৃদ্ধি, অন্যান্য, নির্মাণ খাত যেমন ফাংশনাল ও আবাসিক ভবন নির্মাণ ও অন্যান্য নির্মাণ কাজের পরিধি মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্প ১ম সংশোধন করা হয়। এ লক্ষ্যে প্রকল্পটি ১২/০৬/২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৯২১৬.৩২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়েজুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদে ১ম সংশোধিত হয়। পরবর্তীতে চার দফায় জুন, ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। সর্বশেষ প্রকল্পটি ৩৪৭৩১.৪৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৯ মেয়াদে ২য় সংশোধন করা হয়।

১০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- বাংলাদেশ রেলওয়ের পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর-পুকুরিয়া বন্ধ সেকশনটি পুনর্বাসনের মাধ্যমে পুনঃচালুকরণ;
- পুকুরিয়া-ভাঙ্গা পর্যন্ত নতুন রেলপথ নির্মাণের মাধ্যমে পদ্মা রেল করিযোর সংযোগ স্থাপন;
- মালামাল পরিবহন খরচ হ্রাস পাবে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে;
- বাংলাদেশ রেলওয়ের পন্য পরিবহনে রাজস্ব আয় তথা মার্কেট শেয়ার বৃদ্ধি পাবে;
- ফরিদপুর পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্টে জ্বালানী তৈল সরবরাহ এবং
- পাওয়ার প্ল্যান্টের ভারী যন্ত্রপাতি ও মালামাল পরিবহন।

১১। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:**

- অফিস সরঞ্জাম ৭.৪৩ লক্ষ টাকা;
- অফিস আসবাবপত্র এবং ষ্টেশন আসবাবপত্র ৩৮.০০ লক্ষ টাকা;
- পরিবহন বাবদ ৪.৪০ লক্ষ টাকা;
- পি. ওয়ের যন্ত্রপাতি এবং গাছপালা ৪০.০০ লক্ষ টাকা;
- ট্রাক ওয়ার্কস-পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর ভাঙ্গা সেকশন ২৭২৪১.০৩ লক্ষ টাকা;
- ট্রাক ওয়ার্কস- মাটির কাজসহ ব্যাংক প্রোটেকশন ওয়াল ২৩৮.৯২ লক্ষ টাকা;
- ব্রিজ ওয়ার্কস ৪৫৭৮.১৬ লক্ষ টাকা;
- ব্রিজ নম্বর ১১১ আর এর পথওয়ে ১৫০.০০ লক্ষ টাকা;
- ভাঙ্গা ষ্টেশন এপ্রোচ রোড আরসিসি ব্রিজ ৪০.০০ লক্ষ টাকা;
- অন্যান্য নির্মাণ কাজ ১০টি স্টেশনের স্টেশন বিল্ডিং, প্লাটফরম, এপ্রোচ রোড নির্মাণ ৭৭০.৪৭ লক্ষ টাকা;
- অন্যান্য নির্মান কাজ-ফরিদপুর স্টেশনের দুই তলা স্টেশন বিল্ডিং, এপ্রোচরোড, কার পারকিং এরিয়া ও ফ্রেসিং নির্মাণ কাজ ৪১১.৯৬ লক্ষ টাকা;
- অন্যান্য নির্মাণ কাজ-ফরিদপুর এবং ভাঙ্গা স্টেশনে পানি সরবরাহের ব্যবস্থাসহ ওয়াটার হাট্রেন্টের লাইন ২৫.০০ লক্ষ টাকা;
- সিগ্নালিং ওয়ার্কস ৩২৮.০৩ লক্ষ টাকা এবং
- টেলিযোগাযোগ কাজ ৮২১.৯২ লক্ষ টাকা।

১২। **পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ**

১২.১ প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অর্থায়ন, অনুমোদন/ সংশোধনের অবস্থা ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়ের বিস্তারিত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.২ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও ব্যয় এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

১২.৩ প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়ন, উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে Output, Outcome ও Impact অর্জন পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন;

১২.৪ প্রকল্পের বাস্তবায়নে নির্ধারিত সময়ের বেশী (Time over run) ও ব্যয় বৃদ্ধি (Cost over run) এর কারণগুলো (যদি থাকে) বিস্তারিত বর্ণনা করতে হবে। দরপত্র ব্যবস্থাপনায় PPR, 2008 এর নির্ধারিত সময়ের বেশী ব্যয় হয়েছে কিনা ইত্যাদি;

১২.৫ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে কি না সে সকল বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.৬ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.৭ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.৮ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় তথ্যে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বেজলাইন সার্ভের (যদি থাকে) আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা;

১২.৯ প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.১০ প্রকল্পের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ভূমি অধিগ্রহণ এবং ইউটিলিটি শিফটিং এর বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপনা এবং পর্যালোচনা;

১২.১১ প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.১২ সমীক্ষার আওতায় যে সব FGD.KII- সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন তার একটি ভিডিও (নূন্যতম ৩০ মিনিটের) প্রমাণক হিসেবে আবশ্যিকভাবে আইএমইডিতে দাখিল করতে হবে;

১২.১৩ প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা কাঙ্খিত অগ্রগতি হয়েছে, প্রকল্পের IRR, NPV ইত্যাদি অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.১৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT বিশ্লেষণ;

১২.১৫ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার দক্ষতার বিষয়ে সার্বিক মূল্যায়ন ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.১৬ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে এবং জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;

১২.১৭ সমীক্ষা কার্যক্রমের চূড়ান্ত বাংলা ও ইংরেজি প্রতিবেদন Professional Proof Reader কর্তৃক যাচাইপূর্বক প্রত্যয়নসহ প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

১২.১৮ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

১৩। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতাঃ

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	ফার্ম	-	● গবেষণা, প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্ট্যাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা;
২)	ক) টিম লিডার	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। পিএইচডি অগ্রাধিকার।	● রেললাইন ট্র্যাক নির্মাণ, রেলওয়ের ব্রিজ ও রেল স্টেশন নির্মাণ কাজে কমপক্ষে ১৫ (পনেরো) বছরের অভিজ্ঞতা; ● টিম লিডার হিসাবে ০৩ (তিন) বছর অথবা ডেপুটি টিম লিডার হিসাবে ০৫ (পাঁচ) বছর অথবা রেলওয়ের নির্মাণ কাজে কমপক্ষে ২০ (বিশ) বছরের অভিজ্ঞতা। ● পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট-২০০৬ (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর)-২০০৮ -এর বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে; ● পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
	(খ) মিড-লেভেল ইঞ্জিনিয়ার	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অগ্রাধিকার।	● রেললাইন ট্র্যাক নির্মাণ, রেলওয়ের ব্রিজ ও রেল স্টেশন নির্মাণ কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা ; ● প্রকল্পের বাস্তবায়ন /পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।
	(গ) মিড-লেভেল ইঞ্জিনিয়ার (সিগনাল ও টেলিকম)	ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং/কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং / কম্পিউটার সায়েন্স /সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অগ্রাধিকার।	● রেলওয়ের কাজে ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; ● কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন /পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।
	ঘ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/গ্রামীন ও নগর পরিকল্পনা/ পরিসংখ্যান/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	● আর্থ-সামাজিক গবেষণা ও নিবিড় পরিবীক্ষণ/প্রভাব মূল্যায়নের কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা; ● মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা পরিচালনায় Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা; ● জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক জার্নালে কমপক্ষে ০৫ টি প্রকাশনা থাকতে হবে;

- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত টীম চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত সকল সভায় অংশগ্রহণসহ প্রতিবেদন প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। টীম লিডার এ কাজের প্রধান মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
- পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে তার নিয়োগকৃত পরামর্শক টীমের প্রতি সদস্যের সাথে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন পর্যন্ত সম্পাদিত চুক্তির কপি প্রারম্ভিক প্রতিবেদনে সংযুক্ত করতে হবে।

১৪। **পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ**

ক্র:	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	সংখ্যা
১.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	২৪ (টেকনিক্যাল ১২ + সমীক্ষা তত্বাবধান ১২) কপি
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	২৪ (টেকনিক্যাল ১২ +সমীক্ষা তত্বাবধান ১২) কপি
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	১০০ কপি (জাতীয় কর্মশালা)
৪.	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	১২ (টেকনিক্যাল ১২) কপি
৫.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজী)	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে	৬০ (বাংলা ৪০+ইংরেজী ২০) কপি

১৫। **আইএমইডি কর্তৃক প্রদেয়:**

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: ডিপিপি/আরডিপিপি); এবং
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০২
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনার জন্য টার্মস অব রেফারেন্স (ToR)

১। প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশ রেলওয়ের এপ্রোচসহ ২য় ভৈরব এবং ২য় তিতাস সেতু নির্মাণ (১ম সংশোধিত)

২। প্রকল্পের ধরণ : বিনিয়োগ প্রকল্প

৩। অর্থায়ন : জিওবি এবং প্রকল্প সাহায্য (LOC)

৪। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৫। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৬। প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা চট্টগ্রাম	কিশোরগঞ্জ ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ভৈরব আখাউড়া

৭। **প্রকল্পের ব্যয়ঃ** (লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য (এডিবি)
মূল অনুমোদিত	:	৯৫৯২০.৪৯	৯৫৯২০.৪৯	৮২৬২০.০০ (USD ১২০ মিলিয়ন)
১ম সংশোধিত	:	৯৬৭৬৩.০৩	৯৬৭৬৩.০৩	৮৭৪৬০.৩৬(USD ১১২.৮৩ মিলিয়ন)

৮। **বাস্তবায়নকালঃ**

মূল অনুমোদিত	:	০১/১১/২০১০-৩০/০৬/২০১৪
১ম সংশোধিত	:	০১/১১/২০১০-৩১/১২/২০১৭

৯। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

ঢাকা হতে চট্টগ্রাম রেলপথ ডাবল লাইন করার লক্ষ্যে মেঘনা নদীর উপর ২য় ভৈরব সেতুসহ ভৈরব বাজার-আশুগঞ্জ সেকশনে ৪.০০ কিঃমিঃ রেলওয়ে এ্যাপ্রোচ নির্মাণ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার তিতাস নদীর উপর ২য় তিতাস সেতুসহ আখাউড়া ব্লকহাট-আখাউড়া জংশন পর্যন্ত ২.২৫ কিঃমিঃ রেলওয়ে এ্যাপ্রোচ নির্মাণ এবং ৪টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা স্থাপন/আধুনিকীকরণের নিমিত্তে ভারতীয় ঋণের (LOC) আওতায় ৯৫৯২০.৪৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় ও নভেম্বর, ২০১০ থেকে জুন, ২০১৪ বাস্তবায়ন মেয়াদে একনেক কর্তৃক ০৯/১১/২০১০ তারিখে প্রকল্পটি রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ৯৬৭৬৩.০৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় ও ০১/১১/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ১৭/০৭/২০১৭ তারিখে জন্য অনুমোদিত হয়।

১০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

টেকনো-ইকোনমিক্যাল সমীক্ষা ও বিশদ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইনের পর এপ্রোচসহ মেঘনা নদীর উপর ২য় ভৈরব সেতু এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস নদীর উপর ২য় তিতাস সেতু নির্মাণের মাধ্যমে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে করিডোরকে নিরবচ্ছিন্ন ডাবল লাইনে উন্নীতকরণ।

১১। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:**

ক) টেকনো-ইকোনমিক্যাল সম্ভাব্যতা যাচাই, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন এবং টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরামর্শক সেবা;
খ) ২য় ভৈরব সেতু এবং ভৈরব বাজার হতে আশুগঞ্জ পর্যন্ত ৪ কি.মি. রেলওয়ে এপ্রোচ ট্র্যাক নির্মাণ;
গ) ২য় তিতাস সেতু এবং আখাউড়া ব্লক হাট হতে আখাউড়া জংশন পর্যন্ত ২.২৫ কি.মি. রেলওয়ে এপ্রোচ ট্র্যাক নির্মাণ; এবং
ঘ) ভৈরববাজার, আশুগঞ্জ, আখাউড়া ব্লকহাট ও আখাউড়া স্টেশনের সিগন্যালিং ও টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা স্থাপন ও আধুনিকায়ন।

১২। **পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ**

১২.১ প্রকল্পের ১০০% এলাকা প্রভাব মূল্যায়নের আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে;

১২.২ প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন ও সংশোধনের অবস্থা, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়নসহ সকল প্রাসংগিক তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করতে হবে;

১২.৩ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও ব্যয় এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

১২.৪ প্রকল্প উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে আউটপুট অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.৫ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে কি না সে সকল বিষয়ে সিপিটিউ-এর Post Procurement Review ছকে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করতে হবে;

১২.৬ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশাধ সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.৭ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.৮ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ পদ্ধতি, যানবাহন ক্রয়/ক্রয় পদ্ধতি, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.৯ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২.১০ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামো টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

১২.১১ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি স্থানান্তর, অর্থায়নে বিলম্ব, প্রকল্পের পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা/অদক্ষতা, প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

১২.১২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনা করে একটি SWOT বিশ্লেষণ;

১২.১৩ প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত বিষয়াদি বিশ্লেষণ (ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট, অডিট আপত্তি আছে কিনা, কি কি বিষয়ে অডিট আপত্তি ও তার পরিমাণ ইত্যাদি);

১২.১৪ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে জলবায়ু/প্রাকৃতিক দূর্যোগ পরিবেশের ওপর কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে কিনা সে বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদান;

১২.১৫ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে এবং জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের এ সংক্রান্ত পরিপত্রে বর্ণিত প্রতিবেদন প্রণয়নের নমুনা কাঠামো অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রণয়ন;

১২.১৬ আইএমইডি কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রতিপালন করবে।

১৩। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতাঃ

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	ফার্ম	-	• গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্ট্যাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা;
২)	ক) টিম লিডার	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। পিএইচডি ডিগ্রি অগ্রাধিকার।	• রেললাইন ট্র্যাক নির্মাণ, রেলওয়ের ব্রিজ ও রেল স্টেশন নির্মাণ কাজে কমপক্ষে ১৫ (পনেরো) বছরের অভিজ্ঞতা ; • টিম লিডার হিসাবে ০৩ (তিন) বছর অথবা ডেপুটি টিম লিডার হিসাবে ০৫ (পাঁচ) বছর অথবা রেলওয়ের নির্মাণ কাজে কমপক্ষে ২০ (বিশ) বছরের অভিজ্ঞতা। • পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট-২০০৬ (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর)-২০০৮ -এর বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে; • পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
	(খ) মিড-লেভেল ইঞ্জিনিয়ার	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	• রেললাইন ট্র্যাক নির্মাণ, রেলওয়ের ব্রিজ ও রেল স্টেশন নির্মাণ কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা ; • প্রকল্পের বাস্তবায়ন /পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।
	(গ) মিড-লেভেল ইঞ্জিনিয়ার (সিগন্যালিং)	ইলেকট্রিক্যাল এ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নূন্যতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি স্নাতক ডিগ্রি।	• রেলওয়ের সিগন্যালিং কাজে ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; • কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন /পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
	ঘ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/গ্রামীন ও নগর পরিকল্পনা/ পরিসংখ্যান/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	• আর্থ-সামাজিক গবেষণা ও নিবিড় পরিবীক্ষণ/প্রভাব মূল্যায়নের কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা; • মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা পরিচালনায় Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা; • জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক জার্নালে কমপক্ষে ০৫ টি প্রকাশনা থাকতে হবে;

**** পরামর্শকগণের ছবিসহ অন্যান্য প্রমাণক সংযোজন করতে হবে।**

১৪। **পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ**

ক্রমিক	প্রতিবেদনের নাম ও সংখ্যা	দাখিলের সময়
১.	ইনসেপশন প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল ১২ + স্টিয়ারিং ১২) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল ১২ + স্টিয়ারিং ১২) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল কমিটির সভা ১২ কপি)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে
৪.	ডেসিমিনেশন কর্মশালা ১০০ কপি	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে
৫.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় ও ইংরেজীতে) (বাংলা ৪০ + ইংরেজী ২০) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে

* সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২ (পরিবহন), আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো Unicode Based Font হতে হবে।

১৫। **ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:**

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: ডিপিপি/আরডিপিপি); এবং
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

(মোঃ সিদ্দিকুর রহমান)
উপপরিচালক (উপসচিব)